দৈনিক বাংলা

23 NOV 1995

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

# গণশিক্ষা কার্যক্রমে যুবসমাজ

সামন্ত ভদ্র বড়ুয়া

বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে আজ এই দৃশ্য দেখা যায়। বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম প্রধান কর্মসূচী। বলা হয় বিদ্যা অমূল্য ধন, শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সবার জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম'। কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে সত্য, বিদ্যার যাদু স্পর্শ পেয়েছেন যে জীবনে সে ধন্য। এ ধনে যে যত ধনী সে ততই সৌভাগ্যবান। বিদ্যা মানুষের অঙ্গের ভূষণ, মনের প্রদীপ, বিশ্বস্ত সহচর ও শ্রেষ্ঠতম অবলম্বন। বিদ্যার কোন লয় নাই, ধ্বংস নাই। বিদ্যান লোক সদা সুন্দর ও উন্নত জীবনের অধিকারী। অপর দিকে 'নিরক্ষর লোক চোখ থেকেও অন্ধের সমান'। কথাটি ব্রমভাবে সমান। নিরক্ষর লোক পদে পদে অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকে। জীবনের সমস্যা অনুধাবন ও সমাধান করতে সে অক্ষম। উন্নত জীবন তার কাছে দূর্জেয় এবং অকল্পনীয়। জীবনের ভারে সে কুব্জ। সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বরং সে অপরের দয়ার পাত্র এবং সমাজের বোঝা। শিক্ষিত ব্যক্তি এবং জাতি সর্বদিক দিয়ে উন্নত এবং প্রগতিশীল। অশিক্ষিত ব্যক্তি এবং জাতি অনুন্নত, স্থবির, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও গরীব। শিক্ষার প্রকৃত বিস্তার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং শিক্ষাকে সঠিক বাস্তবায়নের জন্য নিরক্ষর বয়স্ক জনগোষ্ঠিকে শিক্ষার আলো দিতে হবে। শিক্ষাকে বিস্তৃত করতে হবে সমাজের আনাচে কানাচে। সেক্ষেত্রে হাতে কলমে আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপ-আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রচলন বৃদ্ধি করা খুবই জরুরী।

মহামান্য শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ তারিখে বেতার ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে নিরক্ষরতা দূরীকরণকে জাতীয় বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায় বলে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'আমাদের দেশ, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করাই হচ্ছে জাতীয় বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়,' জাতীয় বিপ্লবের প্রথম পর্যায় অধিক খাদ্য ফলাও কার্যক্রমের আওতাধীনে 'খাল খনন'। জাতীয় কর্মসূচীতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খাদ্যের পরই শিক্ষার স্থান দিয়ে সরকার বিষয়টির প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাতেই, গণশিক্ষার প্রতি সরকারের আন্তরিকতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণকে বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায় হিসাবে ঘোষণা করার তাৎপর্য সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন 'মনে রাখবেন অক্ষরহীনতা আর অশিক্ষা যে কোন মহান বিপ্লবের আদি শত্রু, জাতীয় উন্নয়নের পথে মূল প্রতিবন্ধক, সুতরাং যে কোন মূল্যে বাংলাদেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতেই হবে এবং যত দ্রুত করা যায় ততই মঙ্গল।'। মরহুম রাষ্ট্রপতি এই বিপ্লব ১৯৮০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে কর্মসূচী যথাযথভাবে শুরুও হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিপ্লব ১৯৮২ সালে বন্ধ হয়ে যায়।

আমাদের পৃথিবীর মানুষ অতিতের তুলনায় অনেক দূর এগিয়েছে নানা ক্ষেত্রে। বলা বহুল্য এক্ষেত্রে আমাদের দেশের অবস্থা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় একেবারে পেছনের সারিতে। এশিয়ার কোন কোন দেশের সাক্ষরতার হারের তুলনায় বাংলাদেশ এখনও বিপরীত অবস্থানে রয়েছে। জাপান ও কোরিয়ায় সাক্ষরতার হার ৯০%-৯৯%